বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০১৯/০৫

তারিখ: ৩০ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১
২	আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা	২
৩	আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	২
৪	আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন	৩
৫	গণশুনানি	৭
৬	গণশুনানি-পরবর্তী মতামত	১০
৭	কমিশনের পর্যালোচনা	১২
৮	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং মূল্যহার আদেশ	২২
পরিশিষ্ট-'ক'	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন	২৫
পরিশিষ্ট-'খ'	প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন	২৬

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০১৯/০৫

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ অনুসারে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানপূর্বক বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে অদ্য ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে এ আদেশ দেয়া হলো।

১.০ <u>আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ</u>

১.১ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস) ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ০.২৫০০ টাকা হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১.০৬৪ টাকায় এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০.৯৭৩ টাকায় নির্ধারণের জন্য তাদের ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের ২৮.১৮.০০০০.০৭৭.৪৮.০০১.১৮/৫১০৫ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কমিশনে আবেদন করে। পরবর্তীতে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখের ২৮.১৮.০০০০.০৭৭.৪৮.০০১.১৮/৫১৪৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে সংশোধিত আবেদন কমিশনে দাখিল করে। ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ বৃদ্ধির উক্ত আবেদনের সপক্ষে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানীর গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি, সরকার ও দাতা সংস্থা হতে গৃহীত ঋণের আসল পরিশোধ, ডিভিডেন্ড প্রদান, আয়কর পরিশোধ, পরিচালন কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছে।

১.২ আবেদনে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ৬৬% এবং সংশোধিত আবেদনে ১০২.৮৫% বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির উক্ত প্রস্তাবের সপক্ষে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস উল্লেখ করেছে যে, ক্রমহ্রাসমান দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন এবং দেশে গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে বিভিন্ন খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করছে। দৈনিক গড়ে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি [প্রথম পর্যায়ে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক স্থাপিত Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) এর মাধ্যমে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে Summit LNG Terminal Co. কর্তৃক স্থাপিত FSRU এর মাধ্যমে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট] দেশীয় দৈনিক গড় উৎপাদন ২,৭১৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সাথে মিশ্রণ করা হলে মিশ্রিত প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় দাঁড়ায় ১৪.৯১ টাকা।

১.৩ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এলএনজি আমদানি ও রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় নির্বাহ, দেশীয় উৎপাদিত এবং আইওসি (International Oil Company-IOC) গ্যাসের ক্রয়মূল্য, সঞ্চালন ও তার রাজস্ব চাহিদা বিবেচনায় ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্ত সারণি-১ অনুযায়ী বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে:

সারণি-১: পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রস্তাবিত মূল্যহার

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	বর্তমান মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	প্রস্তাবিত মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	বৃদ্ধির হার (%)
১	বিদ্যুৎ	৩.১৬	৯.৭৪	২০৮
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৯.৬২	১৮.৮৮	৯৬
৩	সার	২.৭১	৮.৪৪	২১১
৪	শিল্প	৭.৭৬	১৮.০৪	১৩২
৫	বাণিজ্যিক	১৭.০৪	২৪.০৫	৪১
৬	চা-বাগান	৭.৪২	১৫.৩৯	১০৭
৭	সিএনজি-ফিড গ্যাস	৩২.০০	৪৮.১০	৫০
৮	গৃহস্থালি:			
	ক) মিটারভিত্তিক	৯.১০	১৬.৪১	৮০
	খ) এক বার্নার (টাকা/মাস)	৭৫০.০০	১,৩৫০.০০	৮০
	গ) দুই বার্নার (টাকা/মাস)	৮০০.০০	১,৪৪০.০০	৮০
ভারিত গড় মূল্যহার		৭.৩৫	১৪.৯১	১০২.৮৫

২.০ আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা

২.১ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ এবং এ বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করে।

২.২ কমিশন আবেদনটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র ও তথ্যাদি দাখিল করার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৯-১০০৬ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-কে পত্র প্রেরণ করে। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে যাচিত তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করে।

৩.০ আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

৩.১ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং উপরিউক্ত প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) অনুসারে তা মূল্যায়নের জন্য 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)'-কে নির্দেশ প্রদান করে।

৩.২ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদনের ওপর কমিশন ১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর ২:৩০ টায় কারওয়ান বাজারস্থ টিসিবি অডিটরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে।

৪.০ আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন

৪.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে TEC পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদন মূল্যায়ন করে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করে, যার মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৪.১.১ ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের কূপভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন এবং এলএনজি আমদানির পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে TEC ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড (এসজিএফএল), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স), গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এবং রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর সাথে আলোচনা করে। একইভাবে বিদ্যুৎ প্লান্টসমূহে গ্যাসের চাহিদা/সরবরাহ, গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ, অনুমোদিত লোড, ন্যূনতম চার্জ হতে আয়ের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে TEC পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), জিটিসিএল এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের সাথে আলোচনা করে।

৪.১.২ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস আবেদনের সাথে ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। TEC ২০১৭-১৮ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ (Test Year)/রেফারেন্স বছর বিবেচনা করে উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে জ্ঞাত (Known) এবং পরিমাপযোগ্য (Measurable) মানদন্ড অনুসরণ করে প্রোফরমা-সমন্বয়ের (Proforma-Adjustment) মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৪.১.৩ প্রতি ঘনমিটার মিশ্রিত গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ১৪.৯১ টাকা নিরূপণের ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর সংশোধিত প্রস্তাবে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে মর্মে TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করে:

(ক) এলএনজির পরিমাণ দৈনিক গড়ে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট;

(খ) দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ দৈনিক গড়ে ২,৭১৬ মিলিয়ন ঘনফুট;

(গ) প্রতি ঘনমিটার এলএনজির ক্রয়মূল্য ৩০.৩৭ টাকা (প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজির আমদানি ব্যয় ১০.০০ মার্কিন ডলার এবং ডলার-টাকা বিনিময় হার ৮৬ টাকা), এলএনজি আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট ১৫% হারে ৪.৫৬ টাকা, অগ্রিম আয়কর ৩% হারে ০.৯১ টাকা, ফাইন্যান্স চার্জ ৫% হারে ১.৫২ টাকা, ব্যাংক চার্জ ০.০২ টাকা এবং রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ ১.৫১ টাকা;

(ঘ) বিজিএফসিএল, বাপেক্স এবং এসজিএফএল এর বিদ্যমান হারে ওয়েলহেড চার্জ যথাক্রমে প্রতি ঘনমিটার ০.৭০৯৭ টাকা, ৩.০৪১৪ টাকা এবং ০.২০২৮ টাকা;

(ঙ) আইওসি গ্যাসের নীট ব্যয় প্রতি ঘনমিটার ২.৫৫ টাকা;

(চ) আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২০ টাকা (দৈনিক গড়ে ৯৯০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজির বিপরীতে প্রাপ্য);

(ছ) পেট্রোবাংলা এর চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.০৫৫ টাকা (দৈনিক গড়ে ৩,৭০৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের বিপরীতে প্রাপ্য);

(জ) দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল যথাক্রমে প্রতি ঘনমিটার ০.৩৫ টাকা এবং ১.০১ টাকা;

(ঝ) গড় বিতরণ চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৬ টাকা;

(ঞ) সঞ্চালন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪২৩৫ টাকা এবং

(ট) ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের মধ্যে ১৫% ভ্যাট বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে এলএনজি আমদানি পর্যায়ের ভ্যাট সমন্বয় করা হয়েছে।

৪.১.৪ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে TEC উল্লেখ করে যে, ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে স্থাপিত ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন FSRU এর মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। কক্সবাজারের মহেশখালীতে আরও ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন FSRU স্থাপনের জন্য ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে পেট্রোবাংলা ও Summit LNG Terminal Co এর মধ্যে Terminal Use Agreement (TUA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। Summit LNG Terminal Co এর উক্ত টার্মিনালের মাধ্যমে জিটিসিএল এর মহেশখালী জিরো পয়েন্টে গ্যাস সরবরাহের জন্য ৫.৩ কিলোমিটার Subsea Pipeline স্থাপন ও টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। জিটিসিএল এর মহেশখালী-আনোয়ারা এবং আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং মহেশখালী-আনোয়ারা সমান্তরাল সঞ্চালন পাইপলাইন ও চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে TEC আরও উল্লেখ করে যে, মহেশখালী-আনোয়ারা এবং আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা দৈনিক সর্বোচ্চ ৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হওয়ায়, মহেশখালী-আনোয়ারা সমান্তরাল সঞ্চালন পাইপলাইন এবং চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সঞ্চালন মহেশখালী-আনোয়ারা এবং আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪.১.৫ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে TEC উল্লেখ করে যে, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে কাতারের Ras Laffan Liquified Natural Gas Company Limited (3) এর সাথে এবং ৬ মে ২০১৮ তারিখে ওমানের Oman Trading International Limited এর সাথে পেট্রোবাংলা LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করেছে। উক্ত SPA অনুযায়ী পেট্রোবাংলা এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বছরে যথাক্রমে ২.৫০ এবং ১.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ৪.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত এলএনজি আমদানি করতে পারবে এবং স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি/ক্রয় করা যাবে।

৪.১.৬ TEC মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আইওসিসহ দেশীয় গ্যাসের পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ২,৬৩৭.২৮ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ২৭,২৫৭.৮৩ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ২,৫৬২.০২ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ২৬,৪৭৯.৯১ মিলিয়ন ঘনমিটার নিরূপণ করে। TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সঞ্চালন ক্যাপাসিটি বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৩২০ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৩,২৯৯.৪৫ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৮,২৬৪.২৬ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি আমদানি বিবেচনা করে এবং দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত গ্যাসের মোট পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ২,৯৫৬.৬০ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৩০,৫৫৭.২৮ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৩,৩৬১.৭১ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৩৪,৭৪৪.১৭ মিলিয়ন ঘনমিটার নিরূপণ করে। TEC গড় ট্রান্সমিশন লস ০.২৫% অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ নিরূপণ করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩০,৪৮০.৮৯ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৪,৬৫৭.৩১ মিলিয়ন ঘনমিটার।

৪.১.৭ TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি মেট্রিক টন ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের গড় মূল্য ৬৯.৭৫ মার্কিন ডলার বিবেচনায় LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) এর ফরমুলা এবং স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে জাপানের Ministry of Economy, Trade and Industry কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ের স্পট মার্কেটের গড় আমদানি মূল্য বিবেচনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজির গড় আমদানি বা ক্রয়মূল্য ৯.৫০ মার্কিন ডলার।

৪.১.৮ TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গ্যাসের মূল্য, তহবিলসমূহ এবং সঞ্চালন চার্জ বিবেচনায় ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য যথাক্রমে ২,২৬,৯৪৭.০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৪,০৭,৬৪২.০০ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের ব্যয় যথাক্রমে ৯,৩৭৮.০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৯,৩১৪.০০ মিলিয়ন টাকা; আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য যথাক্রমে ৪২,২৬৭.০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৪১,২৬৭.০০ মিলিয়ন টাকা; এলএনজি আমদানি এবং রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় যথাক্রমে ১,১৬,৮০৮ মিলিয়ন টাকা এবং ২,৯৬,০৮১.০০ মিলিয়ন টাকা; এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় (আরপিজিসিএল) যথাক্রমে ৬৬২.০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১,৬৫৪.০০ মিলিয়ন টাকা; পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ১,৬৫৮.০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১,৮৮৫.০০ মিলিয়ন টাকা; গ্যাস উন্নয়ন তহবিল বার্ষিক ১৪,৭৮২.০০ মিলিয়ন টাকা; জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল বার্ষিক ২৮,৪১৭.০০ মিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চালন ব্যয় যথাক্রমে ১২,৯৭৫.০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৪,২৬২.০০ মিলিয়ন টাকা অন্তর্ভুক্ত।

৪.১.৯ TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত মোট গ্যাসের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩.৬২% এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৬৫% হিসাবে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ যথাক্রমে ১,১০৩.৪১ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ১,২৬৪.৯৯ মিলিয়ন ঘনমিটার।

৪.১.১০ TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর গ্যাস ক্রয়, বিক্রয় এবং সিস্টেম লস নিম্নোক্ত সারণি-২ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-২: পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর গ্যাস ক্রয়, বিক্রয় এবং সিস্টেম লসের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)	
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	গ্যাস ক্রয়	১,১০৩.৪১	১,২৬৪.৯৯
২	সিস্টেম লস (০%)	০	০
৩	গ্যাস বিক্রয় (১-২)	১,১০৩.৪১	১,২৬৪.৯৯

৪.১.১১ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদনে বর্ণিত এবং পরবর্তীতে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে TEC কর্তৃক নিরূপিত ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নোক্ত সারণি-৩ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৩: পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)		TEC এর ব্যাখ্যা
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	
১	জনবল	২৬০.৭৭	২৮৭.৫০	২০১৭-১৮ অর্থবছরের ব্যয়ের সাথে বার্ষিক ৫% বৃদ্ধি।
২	অফিস	১২৮.৭০	১৪৭.৫৪	২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রতি ঘনমিটার ব্যয়।
৩	সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয়	২০.৪১	২৩.৩৯	
৪	সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফি	১.৭৯	২.০৬	নীট গ্যাস বিক্রয় রাজস্বের ০.০২৫%।
৫	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (১+...+৪)**	**৪১১.৬৭**	**৪৬০.৪৯**	-
৬	অবচয়	১১৪.৫৯	১১৮.৫৯	-
৭	রিটার্ন অন রেট বেজ	৯০.৪৮	৯০.১৮	পেইড-আপ ক্যাপিটালের ওপর ১২%, অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর ৪.৪১% হারে রিটার্ন এবং সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের সুদ যথাক্রমে ৪% ও ৫% হিসাবে রিটার্ন অন রেট বেজ ৬.৫৩%।

৮	প্রভিশন ফর ডব্লিউপিপিএফ	৮.৫৩	৮.৬৩	বিদ্যমান বিতরণ চার্জ বিবেচনায় কর ও ডব্লিউপিপিএফ পূর্ববর্তী নীট মুনাফার ৫%।
৯	কর্পোরেট ট্যাক্স	৫৬.৭৩	৫৭.৪০	বিদ্যমান বিতরণ চার্জ বিবেচনায় কর পূর্ববর্তী নীট মুনাফার ২৫%।
১০	**মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (৬+...+৯)**	**৬৮২.০০**	**৭৩৫.২৯**	-
১১	অন্যান্য আয়	৩৪৩.২৩	৩৪৩.২৩	হিটিং চার্জ, পরিচালন (ন্যূনতম চার্জসহ), অপরিচালন এবং সুদ আয় অন্তর্ভুক্তি বিবেচনায়।

TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ৬৮২.০০ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য আয় ৩৪৩.২৩ মিলিয়ন টাকা। একইভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ৭৩৫.২৯ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য আয় ৩৪৩.২৩ মিলিয়ন টাকা।

৫.০ গণশুনানি

৫.১ কমিশনের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৯-১২৯০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের দৈনিক সমকাল, দ্যা ডেইলি অবজারভার ও দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। কমিশনের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৯-১২৯১ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং লিখিত নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ৪ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে কমিশনে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং গণশুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৫.২ বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে; বাংলাদেশ টেক্সাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমসি) ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে এবং কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ১০ মার্চ ২০১৯ এবং ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পূর্ববর্তী লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে।

মতামতে বিজিএমইএ গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জসহ ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি না করে সার্বক্ষণিক নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানের দাবি জানায়। বিটিএমসি তাদের মতামতে উল্লেখ করে যে, ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে গ্যাসের মূল্যহার ধাপে ধাপে ও সহনীয় পর্যায়ে নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে মিলগুলো নিজেদেরকে গ্যাসের বর্ধিত মূল্যহারের সাথে মানিয়ে নিতে পারে। বিভিন্ন কারণে মিলগুলো তাদের উৎপাদন ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহার করতে পারছে না। তাই টেক্সাইল শিল্পের স্বার্থে এ বৃদ্ধির হার ১৫% এর বেশী হওয়া উচিত নয়; যা ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বহাল থাকা প্রয়োজন মর্মে মতামতে উল্লেখ করা হয়। ক্যাব তাদের মতামেত উল্লেখ করে যে, কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে গ্যাসের ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন চার্জসহ অন্যান্য চার্জ বৃদ্ধি করা হয়। ৩ (তিন) মাসের ব্যবধানে রাজস্ব চাহিদা বৃদ্ধি হয়নি। ক্যাব তাদের মতামতে গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ, ট্রান্সমিশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের আবেদন বিইআরসি কর্তৃক গ্রহণ ও এ বিষয়ে অনুষ্ঠেয় গণশুনানি বিইআরসি আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় মর্মে উল্লেখ করে এবং গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার/বাতিল ও মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত গ্যাসের মূল্যহার সংক্রান্ত রীট মামলার আদেশ না হওয়া পর্যন্ত গণশুনানি স্থগিত রাখার জন্য দাবি জানায়।

৫.৩ ১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ দুপুর ২.৩০ টায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটরিয়ামে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সকল সদস্য গণশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন।

৫.৩.১ গণশুনানিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, আবেদনকারী পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস, দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহ, গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ, আরপিজিসিএল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ; বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫.৩.২ কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (Just and Reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কর্তৃপক্ষের মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-কে তাদের প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান।

৫.৩.৩ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস তাদের গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ বৃদ্ধির আবেদনের যৌক্তিকতায় জানায় যে, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে তাদের রাজস্ব চাহিদা যথাক্রমে ১,১৮১.৬৭ মিলিয়ন ও ১,৩৫৩.৯৯ মিলিয়ন টাকা। একই সময়ে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর অন্যান্য আয় প্রতি ঘনমিটার ০.১৩ টাকা। এ পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস প্রতি ঘনমিটার ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে ১.০৬৪ টাকা এবং ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে ০.৯৭৩ টাকা নির্ধারণের অনুরোধ জানায়।

৫.৩.৪ TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে উপস্থাপন করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.৩.৫ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর প্রতিনিধি জানান, গণশুনানির মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণ জানতে পারছে। এ জন্য তিনি কমিশনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি দাবী করেন, এলএনজি আমদানির জন্য অর্থ ব্যয় না করে সে অর্থ দিয়ে গ্যাস অনুসন্ধান করলে ফল পাওয়া যেত। এতে করে এলএনজি আমদানি করতে হতো না; গ্যাসের মূল্যও বৃদ্ধি করতে হতো না। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.৩.৬ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি জানান যে, রাষ্ট্রীয় কোম্পানীসমূহ সেবামূলক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। তাই, এসকল কোম্পানীর মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৫.৩.৭ বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি জানান যে, সিএনজি স্টেশন চালু করতে প্রায় চার-পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করে সিএনজি স্টেশনগুলোর মার্জিন বৃদ্ধি না করলে স্টেশনগুলো চালাতে সমস্যা হবে এবং সিএনজির দাম বৃদ্ধির ফলে সরকারের রাজস্ব কমে যাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তাই তিনি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি না করতে কমিশনের প্রতি অনুরোধ জানান।

৫.৩.৮ পেট্রোবাংলা এর প্রতিনিধি জানান যে, বিগত দুই বছরে ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্য অপরিবর্তিত আছে। দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানি বিবেচনা করে ১০২.৮৫% মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা বা কোম্পানীসমূহ লাভের জন্য নয়; গ্যাস খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি জানান যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাপেক্স এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া, বাপেক্সকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন নিশ্চিত করার জন্যও কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের রপ্তানি ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য শিল্প ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করা প্রয়োজন। গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা দেশীয় গ্যাস দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয় বলেই এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.৩.৯ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর প্রতিনিধি জানান যে, গণশুনানিতে গ্যাস খাতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এসব বিষয় জ্বালানি খাতের সেবার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

৫.৩.১০ গণশুনানিতে বিভিন্ন পেশার কিছু প্রতিনিধি গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি না করার দাবী জানান। আবার কেউ কেউ যৌক্তিক ও সহনীয় হারে মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব সমর্থন করেন।

৫.৩.১১ কমিশনের চেয়ারম্যান স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের গণশুনানি-পরবর্তী কোনো মতামত থাকলে তা ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত গণশুনানির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৬.০ গণশুনানি-পরবর্তী মতামত

৬.১ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পরবর্তী মতামত প্রদান করে। মতামতে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস রেট অব রিটার্ন অন রেট বেজ ৯.৩৮%, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি খাতে ব্যয় ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০.০০ মিলিয়ন টাকা ও ১১.০০ মিলিয়ন টাকা, কর্পোরেট ট্যাক্স খাতে ব্যয় বার্ষিক ১৮০.১৩ মিলিয়ন টাকা, অন্যান্য আয় ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬০.০০ মিলিয়ন টাকা ও ৬৩.০০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৬৬.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ১,২২৮.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার বিবেচনার বিষয়ে মতামত প্রদান করে।

৬.২ ক্যাব ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামত এবং ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পরবর্তী সম্পূরক লিখিত মতামত প্রদান করে। মতামতে ক্যাব উল্লেখ করে যে, কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশে গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ মূল্যহার এবং পাইকারি গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির ফলে প্রতি ঘনমিটার ১.৪৬ টাকা ঘাটতি গ্যাসের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি ছাড়াই সরকারি অনুদান এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থে সমন্বয় করা হয়। আইনে এক অর্থবছরে একবারের বেশী মূল্যহার বৃদ্ধির সুযোগ না থাকলেও পরবর্তীতে ৩ (তিন) মাসের ব্যবধানে লাইসেন্সীগণ গ্যাসের সঞ্চালন, বিতরণ ও পাইকারি গ্যাসে আরো ব্যয় বৃদ্ধি সংযোজন করে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ১৪.১৯ টাকায় বৃদ্ধির প্রস্তাব করে এবং সমুদয় ঘাটতি ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি দ্বারা সমন্বয় করার প্রস্তাব করে। একই অর্থবছরে গ্যাসের মূল্যহার পুনরায় বৃদ্ধির এ প্রস্তাব বিইআরসি আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে ক্যাব উল্লেখ করে। মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ প্রবিধানমালা মোতাবেক যৌক্তিক না হলে বিইআরসি গ্রহণ করতে পারে না মর্মে উল্লেখ করে ক্যাব গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবসমূহ খারিজ করার দাবী জানায়। এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবসমূহের ওপর কমিশনের গণশুনানি স্থগিতের জন্য ক্যাব এর একটি আবেদন মাননীয় হাইকোর্ট নথিভুক্ত করেছেন মর্মে গণশুনানি-পরবর্তী সম্পূরক লিখিত মতামতে ক্যাব উল্লেখ করে।

ক্যাব এর উপরিউক্ত মতামতে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়নে আইওসি গ্যাসের ক্রয়মূল্য বিইআরসি আদেশ অনুযায়ী প্রতি ঘনমিটার ২.৫১ টাকার পরিবর্তে ২.৫৫ টাকা এবং বাপেক্স এর গ্যাসের ক্রয় মূল্য প্রতি ঘনমিটার ৩.০৪ টাকা বিবেচনার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীর অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভোক্তাদের অর্থে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হলেও দেশীয় গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি পাওয়া, পেট্রোবাংলা এবং আরপিজিসিএল এর সার্ভিস চার্জ গণশুনানি ব্যতীত এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারণ করা এবং এ চার্জসমূহ নির্ধারণের প্রস্তাব বিইআরসি এর নিকট দাখিল করার জন্য পেট্রোবাংলা এবং আরপিজিসিএলকে নির্দেশ দেয়ার বিষয়ে ক্যাব এর মতামতে উল্লেখ করা হয়। আইওসি গ্যাসের এসডি-ভ্যাট বাবদ অর্থ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ ব্যয় যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় হ্রাস পায় ও মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না বলে ক্যাব মতামতে উল্লেখ করে।

ক্যাব এর উপরিউক্ত মতামতে বিতরণ মূল্যহার থেকে কোম্পানীগুলোর বর্ধিত অর্থ পাওয়া; আবাসিক চুলায় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের চেয়ে বেশী গ্যাস ব্যবহার প্রদর্শন করা; মাপে কম ও কম চাপে গ্যাস দিয়ে আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও সিএনজি গ্রাহকদের নিকট থেকে বেশী অর্থ আদায় করা; অবৈধ নেটওয়ার্ক ও সংযোগ; প্রি-পেইড ও ইভিসি মিটার প্রদানে বিইআরসি এর আদেশ প্রতিপালিত না হওয়া; বিপিসি-কে এলপিজির মূল্যহার নির্ধারণের প্রস্তাব বিইআরসিতে পেশ করার নির্দেশ দেওয়া; বিদেশী কোম্পানীকে দিয়ে গ্যাস উত্তোলন করায় বাপেক্স এর গ্যাস উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া; ছাতক (পূর্ব) গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস আহরণের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক উদ্যোগ না নেওয়া এবং এ গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস উত্তোলনের জন্য আদেশ প্রদান করা; চাহিদা না থাকায় ভোলা গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন সক্ষমতার স্বল্প ব্যবহার হওয়া; বাপেক্স সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পক্ষজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা এবং আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণে বাপেক্স, বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল থেকে গ্যাস ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যহার বিবেচনায় নেয়া; গ্যাস অনুসন্ধান/উৎপাদনের ঘাটতি গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে অনুদান হিসাবে সমন্বয় করা; গ্যাস সরবরাহ চেইনের সকল ব্যয়ের যৌক্তিকতা গণশুনানির ভিত্তিতে যাচাইক্রমে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের আদেশ দেয়া; বিতরণ কোম্পানীর রাজস্ব চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ঘাটতিতে সমন্বয় করা; পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির জন্য এবং বিতরণে অযৌক্তিক ব্যয় চিহ্নিত ও নির্ধারণের জন্য পক্ষজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা এবং আনীত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বিতরণ মূল্যহার ব্রেক ইভেনে নির্ধারণ করা; লাইসেন্সী/শিল্প/বাণিজ্যিক ভোক্তাদের আনীত বিরোধ বিইআরসি নিয়মিত নিষ্পত্তি করে, কিন্তু ক্যাব কর্তৃক আনীত বিরোধ/অভিযোগ নিষ্পত্তি করে না উল্লেখপূর্বক ক্যাব কর্তৃক বিইআরসি এর নিকট পেশকৃত সকল বিরোধ/অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সংস্কার প্রস্তাবের ওপর বিইআরসি এর উদ্যোগে পরামর্শ সভা করা এবং সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে সরকারের নিকট পেশ করা এবং অন্যান্য বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৬.৩ পেট্রোবাংলা ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। উক্ত লিখিত মতামতে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আইওসি উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ কম বিবেচনা করায় আইওসি গ্যাসের বিপরীতে পেট্রোবাংলা এর প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে বলে উল্লেখ করা হয় এবং প্রস্তাবিত আইওসি গ্যাসের পরিমাণ এবং নীট ব্যয় বহাল রাখার অনুরোধ জানানো হয়। এলএনজি আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় অগ্রিম আয়কর বিবেচনার জন্যও পেট্রোবাংলা অনুরোধ জানায়।

৬.৪ বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামত এবং ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পরবর্তী সম্পূরক লিখিত মতামত প্রদান করে। উক্ত লিখিত মতামতে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন ও সমুদ্রবক্ষে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ব্যবস্থা গ্রহণ, বাপেক্স-কে কার্যকরকরণ ও দক্ষ জনবল নিয়োগ, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন পক্ষজনকে নিয়ে জ্বালানি মনিটরিং কমিটি গঠন, বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক গণশুনানি আয়োজন, শিল্প ও বাণিজ্যিক সংযোগের সাথে মিটারবিহীন আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, এলপিজির বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিইআরসি এর নিকট প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৬.৫ বিউবো ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। বিউবো গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে জানায় যে, গ্যাস স্বল্পতার কারণে তরল জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় এবং দ্বৈত জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ ডিজেল দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় বিউবো এর ঘাটতির পরিমাণ বেড়েছে। বিদ্যুৎ শ্রেণিতে প্রস্তাবিত হারে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হলে তাদের ঘাটতির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। এমতাবস্থায়, বিউবো ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ১,৩২০ মিলিয়ন ঘনফুট (বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডসহ) গ্যাস বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানায়। এছাড়া, উক্ত মতামতে কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসাবে বিউবো এবং পেট্রোবাংলা এর মধ্যে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন হওয়া প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করা হয়।

৭.০ <u>কমিশনের পর্যালোচনা</u>

৭.১ গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধানে ব্যবস্থা গ্রহণ, দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স এর সক্ষমতা বাড়িয়ে স্থলভাগে ও সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ওপর জোর দেওয়া, ছাতক (পূর্ব) গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ, গ্যাসের চাহিদা না থাকায় ভোলা গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্প ব্যবহার, বাপেক্স সম্পর্কিত বিষয়ে পক্ষজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন, বিভিন্ন পক্ষজনকে নিয়ে জ্বালানি মনিটরিং কমিটি গঠন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সংস্কার প্রস্তাব ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী এসকল বিষয় কমিশনের আওতাভুক্ত নয়।

৭.২ গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হয়েছে মর্মে বক্তব্য এসেছে। কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয়ের ঘাটতি জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে অর্থায়ন এবং সরকারি অনুদান বিবেচনায় গ্যাসের মূল্যহার ভোক্তাপর্যায়ের বৃদ্ধি করা হয়নি।

৭.৩ সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীসমূহ কর্তৃক একই অর্থবছরে দু'বার ট্যারিফ পরিবর্তনের প্রস্তাব করায় গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের বর্তমান প্রস্তাব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ মর্মে গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে দাবি করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৫) অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ কোনো অর্থবছরে একবারের বেশী পরিবর্তন করা যাবে না, যদি না জ্বালানি মূল্যের পরিবর্তনসহ অন্য কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে। একই অর্থবছরে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী কর্তৃক মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব কমিশনে দাখিল করা বা কমিশন কর্তৃক মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এ কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে বলে কমিশন মনে করে না। জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য দেশে এলএনজি আমদানি শুরু হয়েছে। Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক স্থাপিত দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন FSRU এর মাধ্যমে ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে এবং Summit LNG Terminal Co. কর্তৃক স্থাপিত দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন FSRU এর মাধ্যমে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ থেকে এলএনজি সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। এলএনজি আমদানির ফলে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা আইনানুগ হয়েছে বলে কমিশন মনে করে।

৭.৪ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব যৌক্তিক না হলে বিইআরসি তা গ্রহণ করতে পারে না উল্লেখ করে গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবসমূহ খারিজের দাবি করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০10 এর প্রবিধান ৫ অনুযায়ী ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনপত্রের সাথে লাইসেন্সীকে ট্যারিফ পরিবর্তনের যৌক্তিকতা সংযুক্ত করতে হয়। গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের যৌক্তিকতা হিসাবে পেট্রোবাংলা কর্তৃক দৈনিক গড়ে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানির ফলে মিশ্রিত গ্যাসের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ঘনমিটার ১৪.৯১ টাকায় উপনীত হওয়ার বিষয়ে তাদের প্রস্তাবে উল্লেখ করেছে। বর্ণিত দু'টি FSRU এর মাধ্যমে এলএনজি সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। বিতরণ মূল্যহার বৃদ্ধির সপক্ষেও গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ তাদের আবেদনে যৌক্তিকতা উল্লেখ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে বর্ণিত প্রবিধানমালার প্রবিধান ৫ এবং ৬ অনুযায়ী আবেদনপত্র পুর্ণাঙ্গ হওয়ায় কমিশন যথাযথভাবেই গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির আবেদনপত্রসমূহ গ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণ করেছে। সুতরাং, গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির বর্ণিত প্রস্তাব খারিজ করার দাবি যৌক্তিক নয়।

৭.৫ গণশুনানিতে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের দেশীয় গ্যাস উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ এবং রাজস্ব চাহিদার তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্যাস উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ এবং রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৬ দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানী এবং আইওসি এর দৈনিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ২,৫৬২ মিলিয়ন ঘনফুট, যার মধ্যে বিজিএফসিএল ৭৫৪, বাপেক্স, ১১৬, এসজিএফএল ১২৭ এবং আইওসি ১,৫৬৫ মিলিয়ন ঘনফুট। এ হিসাবে বার্ষিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ২৬,৪৭৯.৯১ মিলিয়ন ঘনমিটার, যার মধ্যে বিজিএফসিএল ৭,৭৯৩.০৭, বাপেক্স, ১,১৯৮.৯৩, এসজিএফএল ১,৩১২.৬৩ এবং আইওসি ১৬,১৭৫.২৮ মিলিয়ন ঘনমিটার। গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনায় গণশুনানিতে উপস্থাপিত এ তথ্য বিবেচনা করা যায়।

৭.৭ গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর প্রস্তাবে দৈনিক গড়ে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা কাতার এবং ওমান থেকে বছরে যথাক্রমে ২.৫০ এবং ১.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি আমদানির চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কাতার ও ওমান থেকে এলএনজি আমদানিপূর্বক বর্ণিত দু'টি FSRU এর মাধ্যমে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। জিটিসিএল এর ৩০" ব্যাসের ৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ মহেশখালী-আনোয়ারা ও ৪২" ব্যাসের ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪২" ব্যাসের ৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মহেশখালী-আনোয়ারা সমান্তরাল সঞ্চালন পাইপলাইন ও ৩৬" ব্যাসের ১৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট (জুলাই ২০১৯ এ দৈনিক ৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট, আগস্ট ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং মার্চ-জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট) বা বার্ষিক মোট ৮,৭৮২.৪৬ মিলিয়ন ঘনমিটার রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানি বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.৮ গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের গ্যাসের ক্রয় মূল্য (ওয়েলহেড চার্জ) হিসাবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য বিবেচনায় নেয়ার বিষয়ে গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(১) এর বিধান অনুসারে গ্যাসের আপস্ট্রীম অর্থাৎ উৎপাদন মূল্যহার নির্ধারণ কমিশনের আওতাভুক্ত নয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা এর মাধ্যমে বিজিএফসিএল, বাপেক্স এবং এসজিসিএল এর জন্য নির্ধারিত ওয়েলহেড চার্জ গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নিরূপণে কমিশন কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মাত্র। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা কর্তৃক ওয়েলহেড চার্জ অপরিবর্তিত রাখায় বিজিএফসিএল, বাপেক্স এবং এসজিএফএল এর বিদ্যমান ওয়েলহেড চার্জ যথাক্রমে ০.৭০৯৭ টাকা, ৩.০৪১৪ টাকা এবং ০.২০২৮ টাকা ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নিরূপণে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৭.৯ আইওসি গ্যাসের নীট মূল্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন নেই। তাই কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশে অন্তর্ভুক্ত প্রতি ঘনমিটার আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য ২.৫১ টাকা ২০১৯-২০ অর্থবছরে অপরিবর্তিত রাখা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.১০ পেট্রোবাংলা এর চার্জ এবং আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ গণশুনানি ব্যতীত এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে মর্মে গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা এর চার্জ এবং আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ সম্পর্কে ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত গণশুনানির ভিত্তিতে কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচলিত পেট্রোবাংলা এর সার্ভিস চার্জ বিলোপপূর্বক পেট্রোবাংলা এর চার্জ এবং এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় নির্বাহের জন্য আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭.১১ বিতরণ কোম্পানীর প্রস্তাবে বিদ্যমান পেট্রোবাংলা এর চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা এর চার্জ মোট গ্যাসের বিপরীতে প্রতি ঘনমিটার ০.০৫৫০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা যথাযথ বিবেচিত হয়। আরপিজিসিএল এর বিদ্যমান আর্থিক অবস্থা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে এলএনজি সম্পর্কিত কোনো অতিরিক্ত বিনিয়োগ না হওয়ায় আরপিজিসিএল এর এলএনজি চার্জ প্রতি ঘনমিটার রি-গ্যাসিফাইড এলএনজির বিপরীতে বিদ্যমান ০.২০ টাকার পরিবর্তে ০.০৫ টাকা বিবেচনা করা যায়।

৭.১২ পেট্রোবাংলা এর চার্জ এবং আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা এবং আরপিজিসিএল কর্তৃক বিইআরসি এর নিকট প্রস্তাব দাখিল করার বিষয়ে আদেশ প্রদানের জন্য গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা এলএনজি আমদানির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। পেট্রোবাংলা এর পক্ষে আরপিজিসিএল এলএনজি সম্পর্কিত কারিগরি কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। পেট্রোবাংলা কমিশনের প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ লাইসেন্সী। আরপিজিসিএল সরাসরি প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ বা আমদানি কার্যক্রম করছে না বিধায় আরপিজিসিএল পৃথকভাবে কমিশনের গ্যাস সরবরাহ লাইসেন্সী নয়। এমতাবস্থায়, আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল ব্যয়সহ পেট্রোবাংলা এর চার্জ নির্ধারণের নিমিত্ত কমিশনের লাইসেন্সী হিসাবে পেট্রোবাংলা কর্তৃক কমিশনের নিকট পৃথকভাবে আবেদন করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.১৩ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রতি ব্যারেল ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের গড় মূল্য অনুযায়ী LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) এর ফরমুলা এবং জাপানের Ministry of Economy, Trade and Industry কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানির গড় মূল্য বিবেচনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতি হাজার ঘনফুট (১ এমএমবিটিইউ = এক হাজার ঘনফুট বিবেচনায়) এলএনজির গড় আমদানি বা ক্রয়মূল্য ৯.১৪৯৫ মার্কিন ডলার নিরূপণ করা যথাযথ বিবেচিত হয়। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের মূল্য এবং স্পট মার্কেটে এলএনজির মূল্য পরিবর্তনশীল বিধায় সময়ের সাথে এলএনজির উক্ত গড় আমদানি মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে।

৭.১৪ Excelerate Energy Bangladesh Limited এবং Summit LNG Terminal Co. এর সাথে পেট্রোবাংলা এর সম্পাদিত LNG Terminal Use Agreement মোতাবেক এলএনজির রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় নিরূপণ করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.১৫ কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশের ধারাবহিকতায় মূসকসহ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ১৪,৭৮২.০০ মিলিয়ন টাকা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল ২৮,৪১৭.০০ মিলিয়ন টাকা ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থির রেখে তা মোট দেশীয় এবং আমদানিকৃত গ্যাসের পরিমাণ থেকে সংগ্রহ করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.১৬ কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশের ধারাবাহিকতায় জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে এলএনজি চার্জের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৭.১৭ গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। এ দু'টি তহবিল সরকার কর্তৃক প্রণীত 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২' এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

৭.১৮ গ্যাস সরবরাহের সকল পর্যায়ের ব্যয় গণশুনানির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাইক্রমে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করার বিষয়ে গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪ মোতাবেক গণশুনানির মাধ্যমে কমিশন শুধুমাত্র গ্যাসের সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, বিতরণ এবং ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিদ্যমান আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন মূল্যহার বিষয়ে গণশুনানি করার বিধান নেই। তবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি (Methodology) এর অনুচ্ছেদ ২.৬ অনুযায়ী বিতরণ লাইসেন্সীর প্রাকৃতিক গ্যাস পণ্য রেট নির্ণয়ের হিসাব কমিশন কর্তৃক নিরীক্ষিত হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায়, ভবিষ্যতে বিতরণ লাইসেন্সীর আবেদনে প্রাকৃতিক গ্যাস পণ্য রেটের বিস্তারিত হিসাব উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.১৯ গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে প্রি-পেইড মিটার এবং EVC মিটার প্রদান বিষয়ে কমিশনের নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। সঠিক মাপে ও চাপে গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে EVC মিটার চালুকরণ এবং প্রি-পেইড মিটার প্রদান বিষয়ে ইতঃপূর্বে কমিশন কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আদেশসমূহ বিতরণ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং এর অগ্রগতি কমিশনকে নিয়মিতভাবে অবহিত করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.২০ গ্যাস চুরি বন্ধে গ্যাসের অবৈধ নেটওয়ার্ক ও স্থাপনা অপসারণ এবং অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের বিষয়ে বিতরণ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং এ বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিতকরণ আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.২১ গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে ক্যাব কর্তৃক আনীত বিরোধ কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি না করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর আওতায় লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত কোনো বিরোধ উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য। এছাড়া, উক্ত আইনের ধারা ৫৪ অনুযায়ী যে কোনো ভোক্তা তার অসুবিধা বা অভিযোগ সম্পর্কে লাইসেন্সীকে অবহিত করা সত্ত্বেও তা যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে নিষ্পত্তি না করা হলে উক্ত ভোক্তা কমিশনের নিকট লিখিতভাবে বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে। উক্ত আইন অনুযায়ী "ভোক্তা" অর্থ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো দলিল অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন বা দখলকৃত কোনো আঙ্গিনা বা স্থাপনায় লাইসেন্সী কর্তৃক বিদ্যুৎ বা গ্যাস সংযোগ পেয়েছেন তাকে বোঝায়। উক্ত আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে ক্যাব কর্তৃক কমিশনে উপস্থাপিত কোনো বিরোধ নিষ্পত্তিযোগ্য নয় বলে কমিশন মনে করে।

৭.২২ বিক্রয় রাজস্বের ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে বিতরণ কোম্পানী কর্তৃক ৩% হারে উৎসে আয়কর প্রদান করতে হয়। এরূপ প্রদত্ত আয়কর তাদের আয়কর দায় হতে অনেক বেশী হচ্ছে যা সমন্বয় হচ্ছে না বলে বিতরণ কোম্পানীসমূহের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে বিতরণ কোম্পানীসমূহ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি পেলে উৎসে কর্তিত আয়করের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাস ট্যারিফ নির্ধারণ মেথোডোলজি অনুযায়ী এ ব্যয় নির্বাহের কোনো সুযোগ নেই।

৭.২৩ প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কে কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশে উল্লিখিত সংস্কারসমূহের ফলে বিতরণ কোম্পানীসমূহের আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ন্যূনতম এক অর্থবছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। উক্ত সংস্কারসমূহের প্রভাব মূল্যায়নের পর আগামীতে বিতরণ চার্জ পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা সঙ্গত হবে বলে কমিশন মনে করে।

৭.২৪ গণশুনানিতে এবং গণশুনানি পরবর্তী মতামতে গ্যাস স্বল্পতার কারণে তরল জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করার বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। এলএনজি আমদানির প্রেক্ষাপটে বিউবো/বিদ্যুতের একক ক্রেতার আওতাধীন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব বলে কমিশন মনে করে। এর ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় কমে আসবে। এমতাবস্থায়, বিউবো/বিদ্যুতের একক ক্রেতার আওতাধীন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ন্যূনতম ১,৩২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ বিবেচনায় ভোক্তাপর্যায়ে ভারিত গড় মূল্যহার নিরূপণ করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে। সেসাথে পেট্রোবাংলা এবং বিউবো কর্তৃক দ্বিপাক্ষিক ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের আওতায় বিদ্যুতের একক ক্রেতার আওতাধীন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে উক্ত পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.২৫ বিদ্যমান মূল্যহারে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীর ওয়েলহেড চার্জ, পেট্রোবাংলা এর চার্জ, আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল এবং ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ মেটানো সম্ভব হলেও এলএনজি আমদানির সমুদয় ব্যয় মেটানো সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, ভোক্তাদের ওপর গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে অর্থায়ন, ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার সহনীয় হারে বৃদ্ধি এবং অবশিষ্ট ঘাটতি সরকারি অনুদানে মেটানো যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.২৬ বাণিজ্যিক গ্রাহকশ্রেণির আওতায় হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উপ-শ্রেণি রয়েছে। উভয় ধরনের গ্রাহকের ক্ষেত্রে বর্তমানে অভিন্ন মূল্যহার প্রযোজ্য। তবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকের বিদ্যমান মূল্যহার শিল্প গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান মূল্যহারের তুলনায় অধিক হওয়ায় বাণিজ্যিক গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকের বিদ্যমান মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.২৭ ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, চা-বাগান ও বাণিজ্যিক গ্রাহকশ্রেণি এবং গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির মিটারভিত্তিক গ্রাহক ও ৬ মাস থেকে ২ বছরের জন্য সাময়িক বিচ্ছিন্নকালীন মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য। ন্যূনতম চার্জ প্রদানকারী এসকল গ্রাহকের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহার নির্ধারিত ন্যূনতম গ্যাস ব্যবহার থেকে কম হয় বিধায় প্রকৃত ব্যবহারের চেয়ে অধিক বিল দিয়ে গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এজন্য গ্রাহকের সাথে বিতরণ কোম্পানীসমূহের অনেক বিরোধ ও মামলার উৎপত্তি হচ্ছে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত গ্যাস ব্যবহার মোতাবেক বিল প্রদান নিশ্চিতকরণে ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, চা-বাগান ও বাণিজ্যিক গ্রাহকশ্রেণি এবং গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার করা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.২৮ ন্যূনতম চার্জের পরিবর্তে গ্রাহকের প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণিকে ডিমান্ড চার্জের আওতাবহির্ভূত রাখা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে গ্যাস সরবরাহকারী/গ্যাস বিতরণ কোম্পানী কর্তৃক বিদ্যুৎ এবং সার গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ কোনো মাসে ১৫ (পনেরো) দিন বা তার বেশী বন্ধ রাখা হলে; সেক্ষেত্রে উক্ত মাসে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা যুক্তিযুক্ত হবে না মর্মে কমিশন মনে করে।

৭.২৯ গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন, গণশুনানিতে উপস্থিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-পরবর্তী প্রাপ্ত মতামত/তথ্য, কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশ অনুযায়ী সঞ্চালন ও বিতরণ লস বিবেচনা এবং উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট গ্যাস উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ, বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ, গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক মোট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য নিম্নের সারণি-৪, সারণি-৫, এবং সারণি-৬ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক ধার্য করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়:

সারণি-৪: গ্যাস উৎপাদন ও আমদানি এবং বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	বাপেক্স	১,১৯৮.৯৩
২	বিজিএফসিএল	৭,৭৯৩.০৭
৩	এসজিএফএল	১,৩১২.৬৩
৪	আইওসি	১৬,১৭৫.২৮
৫	**মোট উৎপাদনের পরিমাণ (১+২+৩)**	**২৬,৪৭৯.৯১**
৬	এলএনজি আমদানি	৮,৭৮২.৪৬
৭	**মোট উৎপাদন এবং আমদানির পরিমাণ (৫+৬)**	**৩৫,২৬২.৩৭**
৮	জিটিসিএল কর্তৃক উৎপাদন/আমদানি প্রান্তে গ্যাস গ্রহণের পরিমাণ	৩০,০৯০.৮৪
৯	জিটিসিএল এর সঞ্চালন লস (০.২৫%)	৭৫.২৩
১০	**বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ (৭-৯)**	**৩৫,১৮৭.১৪**

সারণি-৫: গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক মোট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	পরিমাণ[১] (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	বিদ্যুৎ	১৪,৪৩৩.৭২
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৫,৭৯০.৮৮
৩	সার	১,৯৮২.৪৬
৪	শিল্প	৫,৮৪৩.০৪
৫	চা-বাগান	৩১.৩০
৬	বাণিজ্যিক:	
	ক) হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	১০৪.৩৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১৫৯.৯৯
৭	সিএনজি-ফিড গ্যাস	১,৫৬৫.১০
৮	গৃহস্থালি	৪,৮৬৯.২০
	মোট	**৩৪,৭৮০.০৩**

[১]এলএনজি আমদানির পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণে আনুপাতিক হারে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে।

সারণি-৬: বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য

ক্রমিক নং	বিবরণ	পণ্য মূল্য (মিলিয়ন টাকা)
১	বাপেক্স	৩,৫৯৬.৮০
২	বিজিএফসিএল	৫,৪৫৫.১৫
৩	এসজিএফএল	২৬২.৫৩
৪	আইওসি	৪০,৫৯৯.৯৪
৫	এলএনজি আমদানি ব্যয়[১]	২,৯৬,৫৮৬.৬৩
৬	এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় (আরপিজিসিএল)	৪৩৮.৭৭
৭	পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয়	১,৯১২.৯০
৮	**মোট গ্যাস উৎপাদন এবং আমদানি ব্যয় (১+ . . . +৭)**	**৩,৪৮,৮৫২.৭২**
৯	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	১৪,৭৮২.০০
১০	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল	২৮,৪১৭.০০
১১	**মোট তহবিল ব্যয় (৯+১০)**	**৪৩,১৯৯.০০**
১২	**সঞ্চালন ব্যয়**	**১৪,৮৯২.৪৬**
১৩	**বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাসের পণ্য মূল্য[৩] (৮+১১+১২)**	**৪,০৬,৯৪৪.০০**

[১] এলএনজি আমদানি ব্যয় ২,৩৯,৭৮৭.১৯ মিলিয়ন টাকা, আমদানি পর্যায়ের মূসক ৩৫,৯৬৮.০৮ মিলিয়ন টাকা, ফাইন্যান্স চার্জ ৫,১৬০.৭৪ মিলিয়ন টাকা এবং রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ ১৫,৬৭০.৬২ মিলিয়ন টাকা।

[২] মূসক ১,৯২৮.২৮ মিলিয়ন টাকাসহ।

[৩] এলএনজি আমদানি পর্যায়ের মূসক এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের মূসকসহ।

এলএনজি আমদানি এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের মূসকসহ বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাসের পণ্য মূল্য ৪,০৬,৯৪৪.০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত পণ্য মূল্যের সাথে বিতরণ ব্যয় যোগ করে প্রাপ্ত পরিমাণের সাথে পণ্য মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মূসক সমন্বয়পূর্বক ১৫% হারে অবশিষ্ট মূসক যোগ করে মূসকসহ ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নির্ণীত হবে।

৭.৩০ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর গণশুনানি-পরবর্তী মতামত বিবেচনায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি খাতে ১১.০০ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করা যায়। সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকের স্থায়ী আমানত হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর যথাক্রমে ৬.২৫% এবং ৯.৫০% হারে এবং স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর ৩.৫০% হারে সুদ খাতে আয় নিরূপণ করা যথাযথ বিবেচিত হয়। অন্যান্য আয় খাতে তাপন মূল্য হতে আয়, ডিমান্ড চার্জ থেকে আয়, অন্যান্য পরিচালন আয়, অপরিচালন আয় এবং সুদ বাবদ আয় অন্তর্ভুক্তি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

৭.৩১ এমতাবস্থায়, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-পরবর্তী প্রাপ্ত মতামত/তথ্য এবং উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্তব্য গ্যাসের পরিমাণ, সিস্টেম লস, গ্যাস বিক্রয় এবং বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নের সারণি-৭ এবং সারণি-৮ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক ধার্য করা যথাযথ বিবেচিত হয়:

সারণি-৭: পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্তব্য গ্যাস, সিস্টেম লস এবং গ্যাস বিক্রয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	জিটিসিএল এর সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য গ্যাসের পরিমাণ	১,২৮৩.৫৩
২	সিস্টেম লস (০%)	০
৩	**ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (১-২)**	**১,২৮৩.৫৩**

সারণি-৮: পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	বিবরণ		রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল		২৭৩.৮১
২	সঞ্চালন ও বিতরণ, অফিস এবং অন্যান্য:		
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	২৩.৭৪	
	অফিস এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়	১৪৯.৭১	
	সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস	২.৬৮	
	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি	১১.০০	
			১৮৭.১৩
৩	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (১+২)**		**৪৬০.৯৪**
৪	অবচয়		১১৮.৫৯
৫	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল		১৪.৯৬
৬	কর্পোরেট ট্যাক্স		৯৯.৫০
৭	রিটার্ন অন রেট বেজ		১০৪.০৯
৮	**মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (৩+....+৭)**		**৭৯৮.০৮**
৯	**অন্যান্য আয় (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ব্যতীত)**		**৪৬৪.০০**

২০১৯-২০ অর্থবছরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ৭৯৮.০৮ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৬২১৮ টাকা। অন্যান্য আয় ৪৬৪.০০ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৩৬১৫ টাকা। এমতাবস্থায়, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৬০৩ টাকা নির্ধারণ করা যায়। তবে দেশে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার অভিন্ন রাখার স্বার্থে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর উক্ত ডিস্ট্রিবিউশন চার্জের একটি অংশ গ্রাহকশ্রেণি নির্বিশেষ বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৫ টাকার মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট প্রতি ঘনমিটার ০.০১০৩ টাকা উৎপাদন চার্জ থেকে মেটানো যায়। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার করে গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.৩২ ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক প্রাক্কলিত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ অনুযায়ী ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান প্রতি ঘনমিটার ভারিত গড় মূল্যহার ৭.৩৮ টাকা বিবেচনা করা যায়।

৭.৩৩ উপরের পর্যালোচনা অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভোক্তাপর্যায়ে ৩৪,৭৮০.০৩ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ৪,৩৮,০৮৭.৫০ মিলিয়ন টাকা [পণ্যমূল্য ৪,০৬,৯৪৪.০০ মিলিয়ন টাকা, বিতরণ ব্যয় ৮,৮০৮.১০ মিলিয়ন টাকা এবং পণ্যমূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মূসক সমন্বয়পূর্বক ১৫% হারে অবশিষ্ট মূসক ২২,৩৩৫.৪০ মিলিয়ন টাকা] বা ১২.৬০ টাকা/ঘনমিটার স্থির করা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৮.০ ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং মূল্যহার আদেশ

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ করছে যে-

৮.১ গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় মেটাতে জ্বালানি নিরাপত্তা হতে অর্থায়ন প্রতি ঘনমিটার ০.৭০ টাকা এবং সরকারের অনুদান প্রতি ঘনমিটার ২.২১ টাকা বিবেচনায় ভোক্তাপর্যায়ে সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার ভারিত গড়ে ৩২.৮% বৃদ্ধি করা হলো। তবে এলএনজি আমদানির পরিমাণ এবং আমদানি মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে প্রতি ঘনমিটারে সরকারি অনুদানের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে।

৮.২ ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, চা-বাগান, বাণিজ্যিক এবং গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হলো।

৮.৩ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৬০৩ টাকা নির্ধারণ করা হলো।

৮.৪ গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণি যথা: বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, চা-বাগান, বাণিজ্যিক এবং সিএনজি এর ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হলো।

তবে বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সার গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো সার কারখানায় কোনো মাসে গ্যাস সরবরাহকারী/বিতরণ কোম্পানী কর্তৃক ১৫ (পনেরো) দিন বা তার বেশি গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হলে উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে উক্ত মাসে ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

৮.৫ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন এ আদেশের অংশ হিসাবে পরিশিষ্ট-'ক' এ সংযুক্ত করা হলো।

৮.৬ প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন বিবরণী এ আদেশের অংশ হিসাবে পরিশিষ্ট-'খ' এ সংযুক্ত করা হলো। উক্ত বণ্টন বিবরণীর এলএনজি চার্জ থেকে আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ রি-গ্যাসিফাইড এলএনজির বিপরীতে প্রতি ঘনমিটার ০.০৫ টাকা হারে পরিশোধ করা যাবে।

৮.৭ পেট্রোবাংলা আগামীতে পেট্রোবাংলা এর চার্জ (আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল ব্যয়সহ) নির্ধারণের নিমিত্ত কমিশনের নিকট পৃথকভাবে আবেদন করবে।

৮.৮ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিমান্ড চার্জ থেকে প্রাপ্ত আয় পৃথকভাবে তার পরিচালন আয়ে অন্তর্ভুক্ত করবে। ডিমান্ড চার্জ থেকে প্রাপ্ত আয় গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণে ব্যবহার করা যাবে না।

৮.৯ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স অনুসারে সময়ে সময়ে বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের গ্রাহকের ওপর গ্যাসের মূল্যহারের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করবে এবং ভবিষ্যতে গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের সাথে তা দাখিল করবে।

৮.১০ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি (Methodology) এর অনুচ্ছেদ ২.৬ অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনে প্রাকৃতিক গ্যাস পণ্য রেটের হিসাব বিস্তারিত উল্লেখ করবে।

৮.১১ পেট্রোবাংলা এবং বিউবো একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের আওতায় বিদ্যুতের একক ক্রেতার আওতাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে ২০১৯-২০ অর্থবছরে গড়ে দৈনিক ১,৩২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

৮.১২ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস নিয়মিতভাবে সকল প্রকার অবৈধ গ্যাস নেটওয়ার্ক, স্থাপনা ও সংযোগ অপসারণ/বিচ্ছিন্ন করবে এবং এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

৮.১৩ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-

(ক) দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গ্যাস পাইপলাইন ও অন্যান্য স্থাপনার গ্যাস লিকেজ বন্ধ করে গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করার লক্ষ্যে জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) গ্যাস পাইপলাইন এবং অন্যান্য স্থাপনায় লিকেজের কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে (দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারে গৃহীত ব্যবস্থা, ইত্যাদি উল্লেখসহ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে; এবং

(গ) দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ সার্বিক বিষয়ে একটি রূপরেখা প্রণয়নপূর্বক কমিশনে প্রেরণ করবে।

৮.১৪ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' এ সংগৃহীত এবং পেট্রোবাংলা বরাবর স্থানান্তরিত/প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং অ-স্থানান্তরিত/স্থিতির বিবরণী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে প্রেরণ করবে।

৮.১৫ পেট্রোবাংলা 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' এ জমাকৃত/প্রাপ্ত ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ, গৃহীত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং তহবিলের স্থিতির বিবরণী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে প্রেরণ করবে।

৮.১৬ কমিশনের ইতঃপূর্বের অন্যান্য আদেশ বহাল থাকবে।

৮.১৭ এ আদেশ ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(ছুটিতে)
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০১৯/০৫

পরিশিষ্ট-'ক'

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট: www.berc.org.bd

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ অনুসারে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি প্রদানপূর্বক বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করত: উক্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হলো:

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)
১	বিদ্যুৎ	৪.৪৫
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৩.৮৫
৩	সার	৪.৪৫
৪	শিল্প	১০.৭০
৫	চা-বাগান	১০.৭০
৬	বাণিজ্যিক:	
	ক) হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	২৩.০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১৭.০৪
৭	সিএনজি	৪৩.০০
৮	গৃহস্থালি:	
	ক) মিটারভিত্তিক	১২.৬০
	খ) এক বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৯২৫.০০
	গ) দুই বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৯৭৫.০০

২। বাণিজ্যিক গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকের মূল্যহার অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হলো।

৪। গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হলো।

৫। প্রতি ঘনমিটার সিএনজির মূল্যহারের মধ্যে ফিড গ্যাসের মূল্যহার ৩৫.০০ টাকা এবং অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত।

৬। নিয়মাবলী সম্পর্কিত কমিশনের সংশ্লিষ্ট আদেশসমূহ বহাল থাকবে।

৭। এ আদেশ ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(ছুটিতে)
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০১৯/০৫

পরিশিষ্ট-'খ'

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট: www.berc.org.bd

প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বণ্টন

(টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[৩]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ[৪]	মূল্য সংযোজন কর[৫]	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯)
১	বিদ্যুৎ	০.৬৮৫০	২.১৫৪০	০.১৯৫০	০.১৮৭৫	০.৪২৩৫	০.২৫০০	০.৫৫৫০	৪.৪৫
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	২.১৩১৫	৮.১২৭২	০.৬০৭০	০.৫৮৩৫	০.৪২৩৫	০.২৫০০	১.৭২৭৩	১৩.৮৫
৩	সার	০.৬৮৫০	২.১৫৪০	০.১৯৫০	০.১৮৭৫	০.৪২৩৫	০.২৫০০	০.৫৫৫০	৪.৪৫
৪	শিল্প	১.৬৪৬৫	৬.১২৬০	০.৪৬৯০	০.৪৫০৫	০.৪২৩৫	০.২৫০০	১.৩৩৪৫	১০.৭০
৫	চা-বাগান	১.৬৪৬৫	৬.১২৬০	০.৪৬৯০	০.৪৫০৫	০.৪২৩৫	০.২৫০০	১.৩৩৪৫	১০.৭০
৬	বাণিজ্যিক:								
	ক) হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	৩.৫৩৯৫	১৩.৯৪১৫	১.০০৮০	০.৯৬৯০	০.৪২৩৫	০.২৫০০	২.৮৬৮৫	২৩.০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২.৬২২৫	১০.০৬৪৩	০.৭৪৬৫	০.৭১৮০	০.৪২৩৫	০.২৫০০	২.২১৫২	১৭.০৪
৭	সিএনজি	৫.৩৮৬৫	২১.৫৬৬৮	১.৫৩৩৫	১.৪৭৪৫	০.৪২৩৫	০.২৫০০	৪.৩৬৫২	৪৩.০০[৬]
৮	গৃহস্থালি	১.৯৩৯০	৭.৩৩৩৫	০.৫৫২০	০.৫৩০৫	০.৪২৩৫	০.২৫০০	১.৫৭১৫	১২.৬০

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা এর চার্জ; আইওসি গ্যাসের নীট মূল্য এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জের অংশ বিশেষসহ।
[২]আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ।
[৩]অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-অম/অবি/বাজেট-১৫/জ্বালানী-২৮/০৯/২৪৩, তারিখ: ২৩/০৪/২০০৯ অনুযায়ী।
[৪]পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতি ঘনমিটার ভারিত গড় ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ০.২৬০৩ টাকা। এ চার্জ প্রাপ্তিতে ঘাটতি অর্থ উৎপাদন চার্জ হতে সমন্বয় হবে।
[৫]গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ব্যতীত অন্য সকল চার্জের ওপর প্রযোজ্য।
[৬]সিএনজি অপারেটর মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ৮.০০ টাকাসহ।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(ছুটিতে)
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান